IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# ঘরে বাইরে

**সুদেষ্ণা মাজী**
**প্রাক্তন ছাত্রী, বিষ্ণুপদ সরকার কলেজ অফ এডুকেশন**
**গৌরহাটি, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ**

**সারসংক্ষেপ:** সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক সাহসী মেয়ের অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, সমাজকে কলুষিত করার বিরুদ্ধে লড়াই ও মা বাবার স্বপ্নপূরণের গল্প। সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রেরণার মন্ত্র। নারীশক্তির জয় ও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়।

**মূল পয়েন্ট:** সমাজের অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ এক মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প।

অফিস থেকে ফিরে আজকাল গুম হয়ে বসে থাকেন প্রদীপ্তবাবু। কি যে এক স্বভাব হয়েছে ওনার ,কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না স্ত্রী সুস্মিতা দেবী। বারবার করে জিজ্ঞেস করাতেও কোনো উত্তর না মেলায় শেষমেষ একপ্রকার বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেছেন। কিন্তু থাকতে না পেরে নিজেই আবার বলে ওঠেন-

--" আমার আর কি! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, জীবনে শখ আহ্লাদ সবই গেছে, শুধু মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকা, নইলে কবেই এই যমপুরী ছেড়ে চলে যেতাম।"

কথাটা অবশ্য মন্দ বলেননি সুস্মিতা দেবী। বিয়ের তিরিশ বছর হতে চলল। সংসারে এসে থেকে বিশজনের হেঁশেল ঠেলতে হয়েছে তাকে। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাসুর, জা , দেওর,ভাসুরপো, খুড়শ্বশুর মিলে বড়ো পরিবার। একা হাতে তাকেই তো সব সামলাতে হয়েছে। এখন যে যার সব আলাদা হয়ে বাড়ি করেছে। গত বছর শাশুড়ী মারা যেতে এখন মাথার ওপর কেউ নেই। নইলে তো বাড়িতে সবসময়ই মাথা নুইয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। বিয়ের ছবছর পর হিয়া যখন পেটে এল, তখনও তো ভরা পেট নিয়ে সিঁড়ি ধরে ওঠা নামা করতে হয়েছে, কেউ একটু পাশে এসে দাঁড়ায়নি, প্রদীপ্তবাবুও সংসারের দিকে তাকাননি, রাগ তো হওয়ারই কথা। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমন। মায়ের কথা তো শোনেই না, উল্টে সুস্মিতা দেবীই মেয়েকে সমঝে চলেন।

--"দেখুন ম্যাম, আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি একজন আনম্যারেড ইয়ং লেডি, আপনি এতটা রিস্ক নেবেন ?"

--" সো হোয়াট ? সারাজীবন কী আপনারা সোসাইটি কে এভাবেই কান ধরে বসিয়ে দেবেন? দেখুন আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেই এই জবটা পেয়েছি, আর কোনো রিজার্ভেশন ছাড়াই। তাই গভর্মেন্ট আমাকে উপযুক্ত মনে করেই এই জবটা দিয়েছে, আই নো ভেরি ওয়েল অ্যাবাউট মাই ডিউটি।"

রাজনৈতিক মহলে নেতা মন্ত্রীদের বাইরে বহুচর্চিত একটা নাম মিস স্বচ্ছতোয়া রায়। বাবা নাম রাখতে চেয়েছিলেন হিয়া, কিন্তু মা নাকি নিজের বিয়ের আগে থেকেই মেয়ের নাম ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই কালক্রমে বাবার নামটা ডাকনামে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রদীপ্ত রায় এবং সুস্মিতা রায়ের মেয়ে স্বচ্ছতোয়া বরাবরই ভীষন ডাকাবুকো স্বভাবের। আর তেমনই ছিল তার অসাধারন স্মৃতিশক্তি। একবার কিছু শুনলেই দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারত সে। সব বাবামায়ের মতোই হিয়ার বাবা মাও চেয়েছিল মেয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হোক। কিন্তু মেয়ে সেসব আশায় জল ঢেলে কোনোরকমে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে মুখ গুঁজেছিল ডব্লু.বি.সি.এস. তে। প্রথমবার প্রিলিতে পাশ করেও যখন মেইনে কোয়ালিফাই করতে পারেনি তখন প্রতিজ্ঞা করেছিল হিয়া, পরেরবার মেইনে পাশ করে একেবারে অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার নিয়ে তবেই মা বাবার মুখোমুখি হবে। জেদী হিয়া সারাবছর পরিশ্রম করে নিজের কথা রেখেছিল ঠিকই কিন্তু মায়ের কষ্টটার দিকে তাকিয়ে নীরব হয়েছিল।

ফুলকুসমা ব্লকের বি.ডি.ও. স্বচ্ছতোয়া নিজে ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দেখভাল করা শুরু করে। কয়েকমাস জয়েন করেই রাজনৈতিক মহলের পরামর্শ না নিয়ে এ হেন সিদ্ধান্ততে ক্ষুব্দ্ধ সকল রাজনৈতিক দল। একটা প্রচ্ছন্ন চাপানউতোর চলেছে সবসময় পিছনে বুঝতে পারে স্বচ্ছতোয়া। সহকারী দুজন অফিসারকে নিয়ে একটা গোপন ডেরায় হানা দেবার পরিকল্পনা করেছে। এতে সে আপাতত পুলিশকে ইনভলভ করতে চায় না , এখনই সবাইকে জানিয়ে প্ল্যান বানচাল করতে চায় না সে। এই নিয়েই অফিসের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সকলে তাকে সাবধান করলেও কিন্তু সে লক্ষ্যে স্থির, সিদ্ধান্তে অবিচল। নিজেকে পাবলিক ওয়ার্কার মনে করে সে, আর সেটাই বিশ্বাস করতে চায়।

--"শুনুন নিশিবাবু , আপনি হেল্প করতে না পারলে বলে দিন, বাড়িতে বউ বাচ্চা না থাকলেও পরিবারের লোকজন আমারও আছে। ডিউটি টাকে ডিউটি হিসাবেই নিন। আর না পারলে মুখের ওপর বলে দিন পারবেন না ।"

--"আসলে ম্যাম, মানে..."

--"তৃষাণ তুমি কিছু বলবে ?"
--"হ্যাঁ , ম্যাডাম আমার মনে হয় ব্যাপারটা যখন আনঅফিসিয়ালি হচ্ছে তখন আমার মনে হয় আমাদের গভর্মেন্টের গাড়ি না ব্যবহার করাই ভালো। আমরা বরং আমার গাড়িটা নিয়ে কাল বেরোতে পারি।"

--"কাল ?? এই শব্দটা আমার একদম পছন্দ নয় তৃষাণ, তুমি আমার সমবয়স্ক বলেই তোমার ওপর আমার ভরসাটা একটু বেশী। আমরা আজই রওনা দেব। হ্যাঁ তোমার গাড়িটাই নেব, আমারটা নেব না।"

--"তাহলে ম্যাডাম টাইম আর প্লেস টা ?"

--"টেক্সট করে দেব " বলেই নিশিবাবুর দিকে একঝলক তাকিয়ে বেরিয়ে গেল স্বচ্ছতোয়া।

--"যাই বলো ভায়া তৃষাণ, ম্যামের নাম যেমন কঠিন, ম্যাম মানুষটাও তেমন কঠিন। কদিন এসেই কেমন যেন নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছেন সবাইকে। শুনতেই চাইলেন না আমার কথা।"

তৃষাণ কিছু বলল না। চুপ করে গেল। কিছু না হলেও এইকদিনে অল্পবিস্তর যা জেনেছে স্বচ্ছতোয়ার সম্বন্ধে, তাতে করে ওকে ভয় করে বা সমীহ করে দূরে থাকাটা তৃষাণের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

--" জানো সুস্মিতা, আজকাল মেয়েটাকে নিয়ে বড্ড বেশী দুশ্চিন্তা হয়। খবরের কাগজ, টিভির পর্দা খুললেই আতঙ্কে দিন কাটে আমার। তোমাকেও কিছু বলতে পারি না, তুমি এমনিই চিন্তা করো। মেয়েটাকে কী আমরা বেশীই সাহসী করে ফেলেছি?"

--" কী সব ভুলভাল কথা বলছো? তুমি একজন বি.ডি.ও.র বাবা হয়ে একথা বলছো? এইজন্যই কদিন ধরে তুমি মনমরা হয়ে আছো ? মেয়েটাকে ঠিকমতো মানুষ করেছি বলেই আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব গো, ও কোনোদিন কারোর কাছে মাথা নত করবে না, আমি ওকে সে শিক্ষা দিইনি। "

--"ঠিকই বলেছো তুমি। আমি একটু বেশীই ভয় পাচ্ছি। অনেকদিন মেয়েটাকে দেখিনি বলে হয়তো এমন মনে হচ্ছে। সত্যিই তো, তুমি একা হাতে সবকিছু সামলে মেয়েটাকে মানুষ করেছো, আমি একটুও নজর দিতে পারিনি, মেয়ে আমার একদম তোমার মতোই হয়েছে। তুমিও তো কত সাহসী ছিলে, দেশের কাজ করতে চেয়েছিলে, সুযোগের অভাবে তুমি পারোনি, তোমার মেয়ে তোমার অপূর্ণ কাজ করছে।"

--"ঠিকই বলেছো, এত চিন্তা কোরো না। ঘুমিয়ে পড়ো, অনেক রাত হলো। কাল সকালে উঠে মেয়ের খবর নিও।"

মেয়েকে খুনের হুমকি পেয়ে যে এত মনমরা হয়ে থাকেন তিনি সেটা আর বুঝতে দেননা স্ত্রীকে। চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করেন।
সকালবেলা ঘুম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফোনটা তোলেন প্রদীপ্তবাবু। হ্যালো বলতেই ওপার থেকে ভেসে আসে-

--"স্যার আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফুলকুসমা সদর হাসপাতালে আসুন। বি.ডি.ও. ম্যামের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।"
কোনোরকমে নিজেকে সামলে নেন প্রদীপ্তবাবু। সুস্মিতাদেবীকে অল্প কিছু কথা জানিয়ে বেরিয়ে পড়েন দুজনে। হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন, হাসপাতালের গেটের সামনে মিডিয়ার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। সেগুলো কোনোরকমে পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে জানতে পারেন হিয়ার বামহাতে গুলি লেগেছে, অপারেশন চলছে।

থমকে বসে পড়েন সুস্মিতা দেবী। ভগবানকে মনে মনে বলেন " কী এমন পাপ করেছিলাম ভগবান,যার ফল মেয়েটা ভোগ করছে !" প্রদীপ্তবাবু স্ত্রীকে স্বান্তনা দেবারও ভাষা হারিয়ে ফেলেন।

ঘটনার ঠিক সাতদিন পর হসপিটালের বেডে শুয়েই মিডিয়ার সামনে ইন্টারভিউ দেয় স্বচ্ছতোয়া। সকলের অজানা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন দিতে থাকেন। সমস্ত খবরের কাগজ, নিউজ চ্যানেল সেই নিউজ কভার করতে ছুটে আসে।

--"কদিন ধরেই আপনাদের সকলের অনেকের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার কারনে আমি দুঃখিত। আসলে শরীরটা একদম সায় দিচ্ছিল না। বেশী কথা বলতে পারব না, শুধু ঘটনা এবং উদ্দেশ্য পূরনের কথাই বলব আপনাদের, তারপর নিজেদের মতো করে কথা বসিয়ে নেবেন আপনারা।"

--" ম্যাম আপনি ধীরে সুস্থে বলুন, আমরা সময় নিয়ে অপেক্ষা করব।"

--"আপনারা সবাই জানেন গতকাল ফুলকুসমা পৌরসভার চেয়ারম্যান অলোকেশ হালদার সহ আরও তিনজন বিশিষ্ট নেতা ধরা পড়েছেন। আমি বেশ কিছুদিন আগেই জানতে পারি ওনাদের এইসব বেআইনি কাজ কারবার।সরকারের সম্পত্তি লুট থেকে শুরু করে বিনা লাইসেন্সে মদের দোকান থেকে ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে শুরু করে। ব্যাপারটা সকলের নজর এড়িয়ে যেত যদি না পৌরসভার বস্তি এলাকার মাধুরী নামের এক মহিলা ধর্ষিত হয়ে খুন না হতেন। পুলিশ হন্যে হয়ে অপরাধীকে খুঁজে বেড়ালেও আমার মনে হয়েছিল এটা কোনো বড়সড় পার্টির কাজ, তাই আমি নিজে তদন্ত নিতে শুরু করি। অনেক হেনস্থা হওয়ার পর জানতে পারি মাধুরীকে খুন করেছে চেয়ারম্যানের ভাগনা।"

--"কী বলছেন ম্যাম ? এ তো চাঞ্চল্যকর তথ্য। আপনি কীভাবে জানলেন? আর আপনাকে কে আঘাত করল?"

একটু হাঁফ নিয়ে স্বচ্ছতোয়া আবার বলতে শুরু করে--" আমি নিয়মিত ব্লকের সব জায়গায় খোঁজ নিতাম আর আমার অফিসের নম্বর সবাইকে দিতাম তাদের অসুবিধার কথা জানানোর জন্য । কয়েকদিন আগে আমার কাছে এমনই একটা ফোন আসে, যাতে আমাকে বলা হয়, চেয়ারম্যান অলোকেশ হালদার নারী পাচার, বিদেশী মদ এবং ড্রাগস চোরাচালানের সাথে যুক্ত, এবং তাকে মদত দিচ্ছে তারই ভাগনা সুরজিৎ ওরফে ডন জিতু। আমাকে ওদের ডেরার ঠিকানাও বলে দেওয়া হয়, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ফোন কেটে যায়। তারপর আমি আর যোগাযোগ করতে পারি না। ফোনের কথাগুলোর সাথে মাধুরী খুনের একটা সম্পর্ক আছে বলে হঠাৎ মনে হয়। কিছু না ভেবেচিন্তে আমি ওদের ধরার জন্য এগিয়ে যাই। "

--"ম্যাম ঘটনাটা ঘটল কীভাবে?"

--"বলছি। ঘটনার দিন রাতে আমি ওখানে পৌঁছে দেখি কয়েকটা ট্রাকে করে মাল বোঝাই হচ্ছে। আমি আর আমার এক সহকারীকে নিয়ে পাশ থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করি। ওদের মধ্যে জিতুকে আমি আগে দেখেছিলাম, তাই চিনতে দেরী হয়নি। লুকিয়ে ওদের গোপন ঘরের মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য কম্পিউটারটা নিয়ে একটু পাশে সরে যাই। আমার সহকারীকে তখন আমি দেখতে পাইনি। ওই ফুটেজ থেকেই আমি মাধুরীর ধর্ষন ও খুনের ঘটনার প্রমান পাই। এবং ওদের কুকাজের কিছু তথ্যও জানতে পারি। আমি আমার বুকপকেটের মধ্যে একটা মাইক্রোচিপে সমস্ত তথ্য লুকিয়ে নিই। কিন্তু ততক্ষনে চেয়ারম্যান হালদার বাবু ওখানে পৌঁছে যান। আমাকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোনদিক থেকে এসে গুলিটা লাগল বুঝতে পারিনি। তারপর দুটো গুলির আওয়াজ পাই। আমার আর কিছু মনে নেই। "

--"ম্যাম সেই তথ্য এখন কোথায় ?"

--" আমি সমস্ত প্রমান পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। ওই প্রমানের ব্যাপারে কেউ কিছু না জানলেও আমি অচৈতন্য থাকা অবস্থায় পুলিশ ওটা খুঁজে পায়, পরে আমি পুলিশকে সব জানিয়েছি।"

--"ওদের আপনি কী শাস্তি চান ম্যাম?"

--"ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করছি। পুলিশ প্রশাসন এবং আদালত ওদের অপরাধের শাস্তি দেবে।"

--" ঠিক আছে ম্যাম, আপনাকে আমরা আর ডিস্টার্ব করব না, তবে প্রয়োজন হলে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব। ভালো থাকবেন।"

--"নিশ্চয়ই।"

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হসপিটালের বেডে হেলান দিয়ে স্বচ্ছতোয়া পুলিশ অফিসার বিমলেন্দু সাহা কে জিজ্ঞাসা করে-

--" স্যার আমার সহকারী তৃষাণ ব্যানার্জী কোথায়? কেমন আছে?"

--" ম্যাম আমরা ওনার খবর নিয়েছি। উনি সুস্থ আছেন তবে ঘটনার পর প্রকাশ্যে আসেননি এখনো ।"
--"কেন ?"

--"কোনো উত্তর দেননি।"

স্বচ্ছতোয়া একটু সুস্থ হবার পর প্রদীপ্ত বাবু এবং সুস্মিতা দেবী মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসেন। অসুস্থ অবস্থাতেও সে অফিসের ফাইল, অফিসের কাজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকে। সুস্মিতা দেবী সবসময় মেয়েকে আগলে রাখেন চোখের আড়াল হতে দেননা। মায়ের যত্ন এবং ভালোবাসায় স্বচ্ছতোয়া ধীরেধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন স্বচ্ছতোয়ার বাড়ির সামনে একটা বড়ো স্করপিও গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে আসে তৃষাণ ও আরো কয়েকজন। তৃষাণ এবং বাকি লোকজন স্বচ্ছতোয়ার বাবা মায়ের সাথে পরিচয় করে। ওরা তৃষাণের বাড়ির লোকজন। তৃষাণের বাবা প্রদীপ্তবাবুর হাতটা ধরে বলেন-

--"দাদা, আমি তৃষাণের বাবা সুকল্যান ব্যানার্জী । সরকারী ব্যাঙ্কের কর্মচারী। মা মরা ছেলে আমার , কোন ছোটোবেলায় মাকে হারিয়েছে। নিজের ব্যস্ততার মাঝে ওকে আমি সঠিক ভালোবাসা দিতে পারিনি। আজ ও নিজের ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছে। আপনার মেয়েটাকে আমায় দিন, আমি আমার মা লক্ষ্মী কে ঘরে নিয়ে যেতে চাই।"

তৃষাণের বাবার কথা শুনে প্রদীপ্তবাবু এবং সুস্মিতা দেবী অবাক হয়ে যান। তারা ভাবতেই পারেন না। জেদী একগুঁয়ে হিয়া এখনই বিয়ে করতে চায় কিনা তারা কেউ বুঝে উঠতে পারেন না।

--" দেখুন আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে হিয়া যদি রাজি থাকে, আমরা ওকে জোর করতে পারব না। ও বড়ো হয়েছে, নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝবে।"

--"হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। আমরা ওর মতামত নিতেই এসেছি বলতে পারেন।"

এইসময় তৃষাণ বলে ওঠে,--" কাকিমা যদি কিছু মনে না করেন, আমি একবার ম্যামের সাথে দেখা করতে পারি?"

--"হ্যাঁ বাবা, যাও । হিয়া ওপরের ঘরে আছে। তবে ও তো এখনো কিছুটা অসুস্থ, কথা বলতে না চাইলে জোর কোরো না।"

--"ঠিক আছে কাকিমা।"

তৃষাণ ওপরের ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকরানি দিতে থাকে। দরজা ওদিক থেকে বন্ধ। কি বলবে বুঝতে না পেরে দরজার বাইরে থেকে বলে --"আসব ম্যাম ?"

পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে হিয়া চমকে যায়। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে।

--"তুমি ???"

--" ম্যাম  কেমন আছেন ?"

--"ভালো, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোনো খোঁজ পাইনি। একটা ফোন পর্যন্ত করোনি আমাকে। সেদিন আমাকে ওরা যখন গুলি করল, তুমি কোথায় ছিলে ?তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা এইভেবে ভেবে তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার কিছু হলে আমি নিজেকে কক্ষনো ক্ষমা করতে পারতাম না। আমার কী হতো!!..."

মুখের কথা মুখেই আটকে রেখে হিয়া চুপ করে যায়। তৃষাণ বলে –

--"ম্যাম ভেতরে আসতে পারি? তাহলে সব কথা বলতে পারতাম।"

--" হ্যাঁ এসো।"

--" ম্যাম কী যেন বলছিলেন, আপনার কী হতো??.."

--"কিছু না, তুমি বলো কী হয়েছিল?"

--"ম্যাম আপনি সেদিন কোথায় চলে গেলেন আমি আপনাকে আর খুঁজেই পেলাম না। তার কিছুক্ষন পর গুলির আওয়াজ পেয়ে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই, এসে দেখি আপনাকে ওরা গুলি করেছে। আমি কোনোমতে গাড়িতে করে আপনাকে হসপিটালে নিয়ে আসি। আপনাকে ভর্তি করার পর আমি বাধ্য হয়ে আবার সেই জায়গায় ফিরে যাই। ওখানে আমি নিশিকান্ত বাবু আর পুলিশের বড়বাবু অরিন্দম ঘোষকে দেখেছিলাম।"

--"কী ?? নিশিবাবু ??"

--"হ্যাঁ ম্যাম । আমি বুঝতে পারি ওরাও এদের দলেরই। ঘুষ দিয়ে নিজেরা চাকরী পেয়েছে এবং বেআইনি কাজে  সাহায্য করে এরা এদের থেকেও ঘুষ নেয়। আমাদের আসার খবর নিশিকান্ত বাবুই এদের আগে থেকে জানিয়েছিল, তাই ওরা জানত আমরা যাব। আমি আবার যখন ওখানে যাই তখন ওরা আপনাকে গুলি করার আনন্দে মদের আসর বসিয়েছিল। আমি সব আড়াল থেকে ভিডিও করি। সমস্ত প্রমান আমার কাছে আছে।"

--"সেকি ! আমি তো ভাবতেই পারছি না। কিন্তু তুমি এতদিন প্রকাশ্যে আসোনি কেন ?"

--" ওদের হাতেনাতে পুলিশের হাতে তুলে দেব বলে। আরও কিছু প্রমানের অভাব ছিল। সমস্ত প্রমাণ জোগাড় করে তবেই আমি আপনার কাছে এসেছি।এখন ওরা পুলিশের হেফাজতে। সকলেই ধরা পড়েছে।"

তৃষাণের মুখে এসব কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হিয়া।

তৃষাণ বলে –

--"আপনি তখন কী যেন বলবেন বলছিলেন ? আমার কিছু হলে আপনার ..?"

--" তোমার যদি কিছু হয়ে যেত আমার কী হতো তৃষাণ ? আমি তো মরেই যেতাম।"
একনিঃশ্বাসে কথাটা বলে উল্টোদিকে ফিরে চুপ করে যায় হিয়া। তৃষাণ হঠাৎ হিয়ার হাতের ওপর হাত রাখে। হিয়া চমকে ওঠে।
--" আমার জন্য তোমার ভাবনা হয় হিয়া ?"

তৃষাণের মুখে এই প্রথমবার তুমি শুনল হিয়া, তারসাথে আবার হিয়ার ডাকনাম। হিয়া তো কোনো কথাই বলতে পারল না। মনে মনে ভাবল তৃষাণ ওর মনের কথা বুঝে যাচ্ছে না তো ? ও ধরা পড়ে যাচ্ছে না তো তৃষাণের কাছে। যতটাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইল। তৃষাণ হিয়ার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল-

--" তোমাকে অপ্রস্তুত হতে হবে না, আমিই বলছি। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি হিয়া। কেন, কবে কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি আমি তোমার কাছে থাকলে বাকি পৃথিবী আমার অন্ধকার লাগে। শুধু তুমি আমার চোখের সামনে আলো হয়ে ফুটে ওঠো। সারাজীবন তোমার পাশে থাকতে চাই, সুযোগ দেবে আমাকে?"

হিয়া কী বলবে বুঝতে পারে না। এতবড় চমক এর আগে কোনোদিন পায়নি সে। আনন্দে তার মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। দুচোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে ওঠে।

--" এ কি? ম্যাম আপনি কাঁদছেন কেন ? আমি কী কোনো ভুল করেছি? যদি কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে শাস্তি দিন কিন্তু চুপ করে থাকবেন না ম্যাম, প্লিজ।"

তৃষাণের কথায় এবার হিয়া হেসে ফেলে।

--" যে নিজের হবু স্ত্রীর চোখে জল দেখে সব গুলিয়ে ফেলে তাকে কে বিয়ে করবে? আপনি- তুমি- আপনি আগে ঠিক করো তারপর বাকি কথা হবে।"

--"না মানে, আপনি... মানে তুমি.. হিয়া .. ধুর.. আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।"

বলে উঠে পড়তে চায় তৃষাণ। হিয়া ওর হাতটা ধরে বলে,

--"এখনই এতো অধৈর্য্য! সারাজীবন এই জেদী, ডাকাবুকো মেয়েটাকে সামলাতে পারবে তো ? ভেবেচিন্তে ডিসিশন নাও।"

--"ঠিক পারব। ভেবেচিন্তেই তারপর এগিয়েছি। ভালোবাসার জোর থাকলে পৃথিবীর সব কিছু জয় করা যায়। কিন্তু আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে.."

--"আবার কী হলো ?"

--" আপনি - তুমি - আপনি ?"

হিয়া এবং তৃষাণ দুজনেই হেসে ওঠে।

হিয়া বলে,--" বাইরে আপনি, ঘরে তুমি।"

--"ইসস, নিজের বউকে আপনি বলতে পারব না।"

--"না মশায়, সেটি চলবে না। মিস স্বচ্ছতোয়া রায়ের কাছে ডিউটি ইজ ডিউটি। দরকার হয় আমিও অফিসে তোমাকে আপনি বলব। আমরা সমবয়সী বলেই তোমাকে তুমি বলতাম , তাছাড়া তোমাকে দেখে আমার প্রথমে তুমিই এসেছিল মুখে।"

--"কে বলল আমরা সমবয়সী? আমি তোমার চেয়ে দুবছরের বড়। তুমি নিজেই ভেবে নিয়েছিলে আমরা সমবয়সী, তাই আমি আর কিছু বলিনি। তোমার মুখ থেকে তুমি ডাকটাই শুনতে ভালো লাগছিল।"

--"সে কী? মিথ্যুক কোথাকার । আমি আজ থেকে আপনিই বলব।"

--"না না, কাউকে অভ্যাস বদলাতে হবে না। আমি তো এমনিই বলছিলাম, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আমি বি.ডি.ও. ম্যামকে অন ডিউটি তুমি বলব ?

বাড়ি ফিরে রাতে অবশ্য আমার ডিউটি শিফ্টে কী হবে বলতে পারব না।"

হিয়া লজ্জা পেয়ে যায়। তৃষান বলে -
--"নীচে চলো, বাবা , কাকু কাকিমা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

--"এ বাবা, আমি নীচে যাব কী করে, আমার খুব লজ্জা করছে।"

--"সে কী! ম্যাম লজ্জা পায় তাহলে !"

--"ধুর যাতা!"

--"আজ থেকে শুধু বাইরে লড়াই নয় হিয়া, একসাথে আমাদের দুজনের লড়াই হবে ঘরে - বাইরে।"

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

(সমাপ্ত)